একাদশ দার্‌স

الدرس الحادي عشر

ওহুদের যুদ্ধঃ

معركة أحد

বদর যুদ্ধের এক বছর পর মুসলিম ও মক্কার কাফেদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুশরিকরা বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দৃঢ় পরিকল্পনা নিয়ে ৩০০০ যোদ্ধা সহ বের হয়। মুসলিমদের প্রায় ৭০০ মুজাহিদ তাদের মোকাবেলার জন্য মুখোমুখি হোন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরা বিজয়ী হোন এবং তাদের উপর জয়লাভ করেন। মুশরিকরা মক্কার দিকে পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু পরে পাহাড়ের দিক দিয়ে এসে মুসলিমদের ধ্বংস সাধন করতে আরম্ভ করে। এতে মুশরিকরা জয়লাভ করে। যখন তীরন্দাজরা দেখলেন যে, মুশরিকরা পলায়ন করেছে, তখন তাঁরা পাহাড়ের সে ঘাঁটি খালি ছেড়ে গনী-মতের মাল জমা করার জন্য নীচে অবতরণ করেন, যেখানে তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সুপরিকল্পিতভাবে নিযুক্ত করে ছিলেন। ফলে এ যুদ্ধে মুশরিকদের পাল্লা ভারী হয়ে যায়।

খন্দক বা পরিখা যুদ্ধঃ ওহুদ যুদ্ধের পর মদীনার কিছু ইয়াহুদী মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উস্কানি দেয় এবং নিজেদের সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। ফলে কাফেররা ইতিবাচক সাড়া দেয়। মুশরিকরা প্রত্যেক এলাকা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দেয়। প্রায় ১০,০০০যোদ্ধা সমবেত হয়। নবী-ﷺ-শত্রুপক্ষের তৎপরতার কথা জেনে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সালমান ফারসী-رضي الله عنه-মদীনার যে দিকে পাহাড় নেই, সে দিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। মুসলিমগণ উদ্যম ও প্রেরণা সহকারে পরিখা খননে অংশ গ্রহণ করেন এবং সত্বর এ কাজ সমাপ্ত হয়। মুশরিকরা এক মাস পর্যন্ত অবস্থান করেও পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় নি। অবশেষে আল্লাহ প্রচন্ড বাতাস প্রেরণ ক'রে কাফেরদের তাঁবুসমূহ উপড়ে ফেলেন। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই নিজ নিজ শহরে ফিরে যায়। মুশরিক দলকে আল্লাহই পরাজিত করেন এবং তিনিই মুসলিমদের সাহায্য করেন।

মক্কা বিজয়ঃ

হিজরি ৮ম সনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মক্কা বিজয় অভিযান চালানোর ইচ্ছা করেন। ১০ই রমযান ১০০০০ সদস্যের বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। মক্কায় উল্লেখ যোগ্য কোন যুদ্ধ ছাড়াই প্রবেশ করেন। কুরাইশরা আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। নবী করীম-ﷺমসজিদে হারামের অভিমুখে রওনা করেন এবং কা'বা শরীফের তাওয়াফ ক'রে কা'বার অভ্যন্তরে দু'রাকাআত নামায আদায় করেন। অতঃপর কা'বার ভিতরে ও উপরে রাখা মূর্তিগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। তারপর কা'বাশরীফের দরজায় দাঁড়িয়ে মসজিদে হারামে কাতার বদ্ধভাবে অপেক্ষারত সমবেত কুরাইশদেরকে বলেন, **"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের সাথে কি আচরণ করবো বলে মনে করো"?** তারা বলে, ভালো আচরণ, সম্ভ্রান্ত ভাই, সম্ভ্রান্ত ভাইয়ের পুত্র। তিনি বলেন, **"যাও তোমরা সবাই মুক্ত।"** রাসূলুল্লাহ-ﷺ-ক্ষমার উজ্জ্বল ও বৃহত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তারাই সেই লোক যারা তাঁর সাহাবাদের উপর চালিয়ে ছিল অত্যাচরের স্টীম রোলার, তাঁদের কষ্ট দিয়েছে এবং তাঁকে (রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে) নিজের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছে।

মক্কা বিজয়ের পর লোক জন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের ছায়াতলে সমবেত হয়। হিজরি ১০ম সনে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হজ্জ করেন। এটাই ছিলো তাঁর এক মাত্র হজ্জ। তাঁর সাথে এক লাখ লোক হজ্জ করেন। হজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনায় প্রত্যাগমন করেন।